আদালতে সাক্ষী

CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

আপনাকে যদি আদালতে কোন বিচারে বা শুনানিতে সাক্ষী হিসাবে ডাকা হয়, আপনি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

সত্য বলার শপথ নিয়ে এবং আদালতে সাক্ষ্য দিয়ে, আপনি প্রকৃতপক্ষে যা ঘটেছে তা বুঝতে পারা ম্যাজিস্ট্রেটদের (অথবা আপনাকে যদি কোন ক্রাউন কোর্ট (Crown Court)-এ সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডাকা হয়ে থাকে তাহলে বিচারকের এবং জুরীদের) জন্য সম্ভব করতে পারেন।

আদালত কাউকে কোন অপরাধের জন্য দোষী অথবা নির্দোষ সাব্যস্ত করতে পারার আগে, সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ তাদের শুনতে ও বিবেচনা করতে হবে - এবং সাক্ষীরাই হলো সেইসব লোক যারা ঐ সাক্ষ্যপ্রমাণ পেশ করতে পারে।

আপনার সময় এবং প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ।

01 একজন সাক্ষী হওয়ার অর্থ কি?

আপনাকে একজন সাক্ষী হতে কেন বলা হবে?

আপনাকে একজন সাক্ষী হওয়ার জন্য ডাকা হতে পারে যদি :

- আপনি বিশেষ কোন একটা অপরাধ, ঘটনা অথবা বিরোধ-বিসম্বাদ সম্পর্কে কিছু জানেন, উদাহরণস্বরূপ, এই কারণে যে আপনি সেটা ঘটতে দেখেছিলেন;
- এমন কোন বিষয়ে আপনার বিশেষ জ্ঞান আছে যেটা বিচারের সময়ে প্রকৃত তথ্য নির্ধারণ করায় কাজে লাগতে পারে (তখন আপনি হবেন একজন বিশেষজ্ঞ সাক্ষী); অথবা
- আপনি মামলায় জড়িত লোকজনদের মধ্যে কাউকে চেনেন (তখন আপনি হবেন একজন চরিত্র সাক্ষী)। আপনাকে কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে বলা হবে, উদাহরণস্বরূপ, ঐ ব্যক্তিকে আপনি কতটা ভালোভাবে চেনেন এবং সে, পুরুষ বা নারী যাই হোক, বিশ্বাসযোগ্য কি না।

সাক্ষী হওয়ার তাৎপর্য কি?

আপনাকে সাক্ষী হিসাবে ডাকা হলে কি প্রত্যাশা করতে পারেন তা হয়তো আপনি জানেন না - অথবা আপনি যা প্রত্যাশা করেছিলেন পরিস্থিতি হয়তো তার থেকে অনেকটাই আলাদা ধরনের।

সেখানে যা ঘটতে পারে তার জন্য প্রস্তুত থাকায় এই প্রচারপত্র আপনাকে সাহায্য করবে। এইসব বিষয় এর মধ্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে :

- সাক্ষী হওয়ার ব্যাপারে আরো সাহায্য ও পরামর্শ কোথায় পাওয়া যাবে;
- আপনি কোথায় সাক্ষ্য দেবেন - বিভিন্ন ধরনের আদালত;
- আদালতকক্ষে উপস্থিত ব্যক্তিদের কে কোন্‌জন এবং সেখানে ব্যবহৃত কিছু কিছু আইনী ভাষার অর্থ কি;
- আপনি আদালতে যাওয়ার আগে কি ঘটবে;

- আপনি আদালতে উপস্থিত হওয়ার পর কি ঘটবে; এবং
- আপনি আপনার সাক্ষ্য দেওয়ার পর কি ঘটবে।

মনে রাখবেন : আপনি যদি কোন বিবৃতি দিয়ে থাকেন এবং তার পর আপনাকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আদালতে যেতে বলা হয়, আপনাকে অবশ্যই তা করতে হবে।

আদালতে যাওয়ার ব্যাপারে যদি আপনার কোন রকম সমস্যা বা দুশ্চিন্তা থাকে, তাহলে যে ব্যক্তি আপনাকে আদালতে যেতে বলেছে তাকে আপনার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সব কিছু জানাতে হবে। আপনাকে যদি আদালতে যেতে হয় কিন্তু আদালত মনে করে যে আপনি স্বেচ্ছায় যাবেন না, তারা আপনার উপরে একটা সাক্ষীর সমন জারি করতে পারে। এর পরেও যদি আপনি সঙ্গত কারণ ছাড়া আদালতে না যান, আদালত আপনাকে ‘আদালত অবমাননার দায়ে’ অভিযুক্ত করতে পারে এবং আপনার গ্রেফ্‌তারের জন্য ওয়ার‍্যান্ট বা পরোয়ানা জারি করতে পারে।

02 সাক্ষ্য দেওয়ার ব্যাপারে সাহায্য ও তথ্য আপনি কোথায় পেতে পারেন?

আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার ব্যাপারে লোকজনের উদ্বিগ্ন বোধ করা অস্বাভাবিক নয়। আপনি যা বলবেন, যেভাবে বলবেন, তা ন্যায়বিচার নিশ্চিত করায় সাহায্য করবে কি না তা হয়তো আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না।

অপরাধের বিচার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যে'সব লোক কাজ করে তারা জানে যে এই অভিজ্ঞতা আপনার কাছে নতুন বা অস্বাভাবিক হতে পারে, এবং আপনার প্রতি যেন সম্মান ও সহনুভূতির সঙ্গে আচরণ করা হয় তা নিশ্চিত করার জন্য তাদের যথাসাধ্য তারা করবে।

উইট্‌নেস্ সার্ভিস্ (The Witness Service) বা সাক্ষ্যদান পরিষেবা

আপনি আদালতে যাওয়ার আগে 'উইট্‌নেস্ সার্ভিস্' (The Witness Service) বা সাক্ষ্যদান পরিষেবার একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাকর্মীর সঙ্গে কথা বলতে পারবেন, এবং আপনাকে সাহায্য করার জন্য আদালতেও একজন স্বেচ্ছাকর্মী উপস্থিত থাকবে। তারা সাক্ষ্যপ্রমাণ নিয়ে আলোচনা করতে কিংবা আইনগত পরামর্শ দিতে পারবে না, তবে তারা হবে বন্ধুভাবাপন্ন লোক যারা আপনাকে আদালত ঘুরিয়ে দেখাবে এবং সেখানে কি ঘটবে তা আপনাকে বলে দেবে।

ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস্-এর প্রত্যেক ক্রিমিন্যাল কোর্ট বা ফৌজদারি আদালতে উইট্‌নেস্ সার্ভিস্ আছে। এই পরিষেবা পরিচালনা করে বেসরকারী জাতীয় দাতব্য প্রতিষ্ঠান 'ভিক্টিম সাপোর্ট' (Victim Support), এবং তারা অপরাধের ভুক্তভোগীদের ও সাক্ষীদের (বাদী ও প্রতিবাদী উভয় পক্ষেরই), এবং তাদের পরিবারবর্গ ও বন্ধুবান্ধবকে, বিচারের আগে, সময়ে ও পরে সাহায্য করে। আদালতের শুনানির আগে উইট্‌নেস্ সার্ভিস্ তাদের বিভিন্ন সেবার বিবরণ সম্বলিত একটা প্রচারপত্র সাক্ষীদের কাছে পাঠায়।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাকর্মীরা বিনা খরচে গোপনীয় সেবা সরবরাহ করে, যার মধ্যে আছে :

- আদালতের কাজকর্ম সম্পর্কে সাধারণ তথ্য;
- শুনানির আগে, সময়ে এবং পরে ব্যক্তিগত সহায়তা;
- আপনাকে যদি সাক্ষ্য দিতে হয় তাহলে তাদের কারো আপনার সঙ্গে আদালতকক্ষে যাওয়া; এবং
- সাক্ষ্য দেওয়ার আগে আপনাকে আদালত দেখতে নিয়ে যাওয়া যাতে সেখানকার পরিবেশ আপনার কাছে অপরিচিত মনে না হয়।

টেলিফোনের বইতে আদালতের নামের নিচে আপনি তাদের বিবরণ পাবেন।

অথবা, আপনি 0845 30 30 900 নম্বরে ভিক্টিম সাপোর্টলাইন (Victim Supportline)-এ যোগাযোগ করতে পারেন।

আরো তথ্য

ক্রাউন কোর্ট-এর 'চার্টার ফর কোর্ট ইউজারস্' (Charter for Court Users) বা 'আদালত ব্যবহারকারীদের জন্য সনদ' নামে একটা দলিল আছে, যেটাতে আপনি যখন আদালতে আসবেন তখন যে'সব গুরুত্বপূর্ণ মান আপনি প্রত্যাশা করতে পারেন তাদের বিবরণ দেওয়া আছে। এটার কপি আপনি আদালত থেকে কিংবা 020 7189 2000 নম্বরে টেলিফোন করে' সংগ্রহ করতে পারবেন। অনেক ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের নিজেদের স্থানীয় সনদ থাকে, যেটা আপনি আদালত থেকে পাবেন।

এই প্রচারপত্র আপনি আরবী, ইংরেজী, চিরাচরিত চীনা, গ্রীক, গুজরাতি, হিন্দী, পঞ্জাবি, সোমালি, তুর্কী, উর্দু, এবং ভিয়েতনামী এই ভাষাগুলিতেও পেতে পারেন।

এ'ছাড়া এই প্রচারপত্র আপনি ইংরেজী ভাষায় বড় হরফে ও ব্রেইল বা অন্ধলিপিতে ছাপা এবং কানে শোনার টেপ-এ রেকর্ড করা সংস্করণেও পেতে পারেন। বিস্তারিত জানার জন্য আপনার স্থানীয় পুলিশ থানায় কিংবা উইট্‌নেস্ সার্ভিস্ দফ্‌তরে যোগাযোগ করুন। অপরাধের বিচার প্রক্রিয়া - অর্থাৎ পুলিশ, বিভিন্ন আদালত এবং ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস্ (Crown Prosecution Service – CPS) বা সরকারের তরফে মামলা পরিচালনা সেবা - সম্পর্কে সাধারণ তথ্য এবং সাক্ষী হওয়ার ব্যাপারে আরো বিস্তারিত তথ্য এই ওয়েবসাইট থেকে পাবেন : www.cjsonline.org

(ইউকে বা যুক্তরাজ্যের সর্বত্র 6,000-এর বেশী ইউকে অনলাইন (UK Online) কেন্দ্র থেকে বিনা খরচে বা কম খরচে ইন্টারনেট্ ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যায়। আপনার সবচেয়ে কাছাকাছি কেন্দ্র কোথায় জানার জন্য 0800 77 1234 নম্বরে টেলিফোন করুন।)

03 কোথায় আপনি আপনার সাক্ষ্য দেবেন?

তিন শ্রেণীর আদালত আছে যেখানে আপনাকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডাকা হতে পারে।

- **ম্যাজিস্ট্রেটদের আদালত** (Magistrates' court)
- **ক্রাউন কোর্ট** (Crown court)
- **অল্প বয়সীদের আদালত** (Youth court)

কোথায় এবং কখন সাক্ষী হিসাবে আপনাকে দরকার হবে তা জানিয়ে যে ব্যক্তি বা সংস্থা আপনাকে চিঠি লিখবে, তারা আপনাকে জানিয়ে দেবে কোন্ শ্রেণীর আদালতে মামলার শুনানি হবে।

ম্যাজিস্ট্রেটদের আদালত

অধিকাংশ ফৌজদারি মামলার বিচার হয় ম্যাজিস্ট্রেটদের আদালতে।

ম্যাজিস্ট্রেটরা সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ শোনেন - আপনার এবং অন্যান্য সাক্ষীদের দেওয়া বিবৃতিগুলিসহ - এবং অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি (প্রতিবাদী) দোষী কি না সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন। প্রতিবাদী যদি দোষী সাব্যস্ত হয় অথবা তার দোষ স্বীকার করে, ম্যাজিস্ট্রেটরা সাধারণতঃ তার শাস্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন।

ম্যাজিস্ট্রেটরা হতে পারেন তিনজন স্থানীয় লোক (যাঁদের কখনো কখনো 'জাস্টিসেস্ অভ্ দ্য পীস' বা জেপি (JPs) বলা হয়), যাঁদের সহায়তা করেন একজন আইনগত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পরামর্শদাতা, অথবা কেবল একজন ম্যাজিস্ট্রেট থাকতে পারেন (যাঁকে বলা হয় 'ডিস্ট্রিক্ট জাজ্' এবং যিনি একজন আইনজীবি)। ম্যাজিস্ট্রেটদের আদালতে কেউই সাদা রঙের পরচুলা পরেন না, যেগুলি প্রায়ই ফিল্ম-এ বা টিভি-তে বিচারকদের বা আইনজীবিদের পরতে দেখা যায়, এবং কেবল যাঁরা 'আশার' (ushers) হিসাবে কাজ করেন তাঁরা কালো রঙের গাউন পরেন।

প্রসিকিউশন বা সরকারী বাদীপক্ষের হয়ে সওয়াল-জবাব করার জন্য একজন আইনজীবি (অথবা আইনজীবিদের দল) থাকবেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, আরেকজন আইনজীবি (অথবা আইনজীবিদের দল) প্রতিবাদীর পক্ষে - যাকে বলা হয় 'অভিযুক্ত' (the accused) - সওয়াল-জবাব করবেন।

ছবিতে ম্যাজিস্ট্রেটদের আদালতের একটা আদর্শ নমুনা দেখানো হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটরা বসেন একটা উঁচু বেঞ্চের পিছনে এবং সাক্ষীর কাঠগড়া থাকে সাধারণতঃ আদালতের সামনের দিকে এক ধারে।

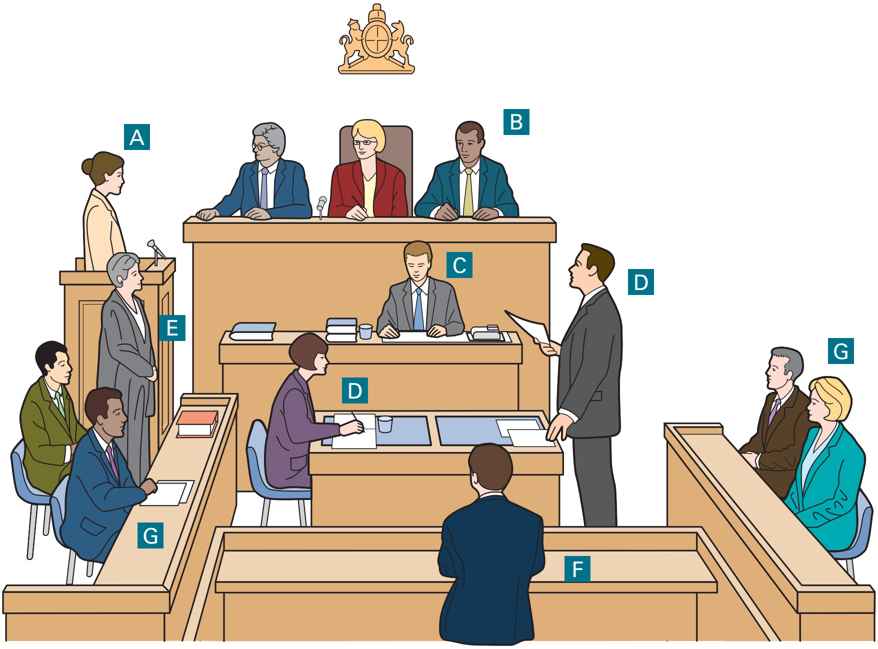

সংকেত : A সাক্ষী B ম্যাজিস্ট্রেটগণ C আদালতের ক্লার্ক বা কেরানি
D বাদী এবং প্রতিবাদী পক্ষের আইনজীবিগণ
E আদালতের 'আশার' F প্রতিবাদী G অন্যান্যরা

ক্রাউন কোর্ট

সাধারণতঃ অতন্ত গুরুতর ধরনের মামলার বিচার হয় ক্রাউন কোর্ট-এ একজন বিচারক এবং জুরীবৃন্দের সামনে, অথবা সেই ক্ষেত্রে যেখানে প্রতিবাদী নিজেই জুরীদের দ্বারা বিচার চেয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটরা যদি মনে করেন যে প্রতিবাদী দোষী সাব্যস্ত হয়ে থাকলে তার অপরাধের জন্য যতটা কঠিন শাস্তিবিধান হওয়া উচিত তার এক্তিয়ার তাঁদের নেই, তাহলে ঐ মামলা তাঁরা ক্রাউন কোর্ট-এ পাঠিয়ে দিতে পারেন।

সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ শোনার পর, জুরীরা বিচারককে বলবেন তাঁদের মতে প্রতিবাদী 'দোষী' অথবা 'নির্দোষ' কোন্‌টা।

বিচারক আইন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। প্রতিবাদী যদি দোষী সাব্যস্ত হয় অথবা তার দোষ স্বীকার করে, তখন তার কি শাস্তি হওয়া উচিত বিচারক সেটাও স্থির করবেন।

আদালতে, সরকারী বাদীপক্ষের হয়ে সওয়াল-জবাব করার জন্য একজন আইনজীবি (অথবা আইনজীবিদের দল), এবং প্রতিবাদীর হয়ে সওয়াল-জবাব করার জন্য আলাদা একজন আইনজীবি (অথবা আইনজীবিদের দল) থাকবেন।

ছবিতে ক্রাউন কোর্ট-এর আদালতকক্ষের একটা আদর্শ নমুনা দেখানো হয়েছে। বিচারকরা এবং কয়েকজন আইনজীবি পরচুলা ও গাউন পরেন। আদালতের ক্লার্কও গাউন পরেন, এবং কোন কোন আদালতে পরচুলাও পরেন। জুরীদের বসার জন্যও একটি জায়গা নির্দিষ্ট করা থাকে।

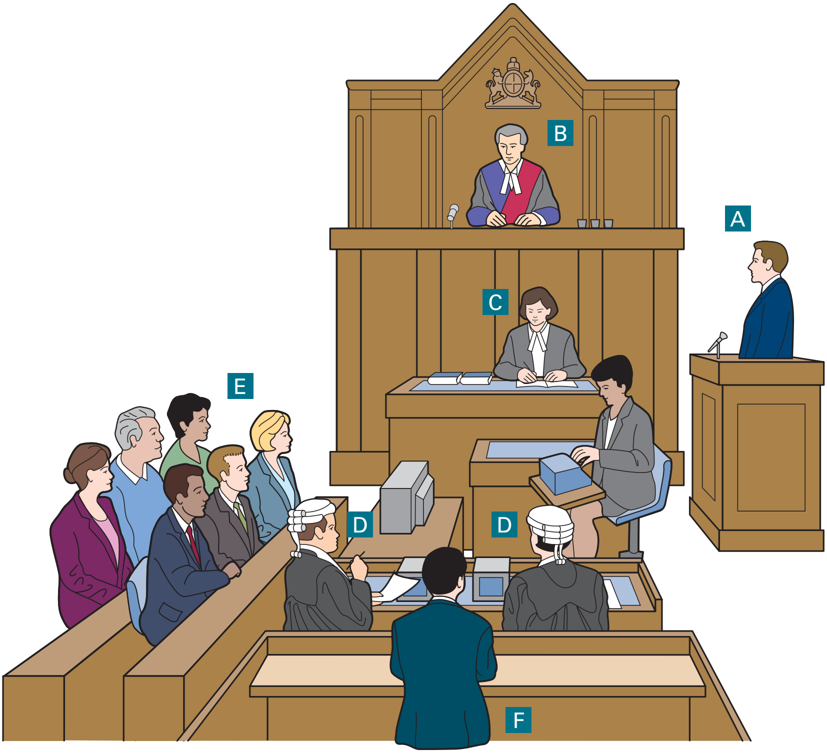

সংকেত : A সাক্ষী B বিচারক C আদালতের ক্লার্ক বা কেরানি
D বাদী এবং প্রতিবাদী পক্ষের আইনজীবিগণ
E জুরীবৃন্দ F প্রতিবাদী

অল্প বয়সীদের আদালত

18 বছরের কম বয়সী অধিকাংশ প্রতিবাদীর বিচার হয় অল্প বয়সীদের আদালতে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটদের অথবা একজন ডিস্ট্রিক্ট জাজ্-এর সামনে। এইসব মামলায় কোন জুরী থাকে না। প্রাপ্তবয়স্কদের বিচারের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটদের আদালত এবং ক্রাউন কোর্ট সাধাণতঃ যেমন সর্বসাধারণের জন্য খোলা, অল্প বয়সীদের আদালত তেমন নয় এবং এখানে প্রবেশাধিকার আইনের দ্বারা নিম্নোক্তদের মধ্যে সীমিত :

- আদালতের সদস্যরা এবং অফিসাররা;
- মামলায় জড়িত উভয় পক্ষ এবং তাদের আইনসঙ্গত প্রতিনিধিরা;
- সাক্ষীরা;
- মামলায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত লোকজন; এবং
- সংবাদমাধ্যমগুলির সদস্যরা এবং অন্যান্য যে'সব লোকজনকে আদলত উপস্থিত থাকার বিশেষ অনুমতি প্রদান করেছে। (সংবাদমাধ্যমগুলি আদালতের কাজকর্মের খবর পাঠাতে পারে কিন্তু স্বাভাবিকভাবে তারা মামলায় জড়িত কোন অল্প বয়সী ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশ করতে পারে না।)

একটি শিশুর অথবা অল্প বয়সী ব্যক্তির বিচার অল্প বয়সীদের আদালতে হতে পারে না যদি তার বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ থাকে :

- ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত হত্যা (এইসব মামলা সব সময়েই বিচারের জন্য ক্রাউন কোর্ট-এ যায়);
- অত্যন্ত গুরুতর ধরনের অপরাধ, যেমন ডাকাতি, এবং অল্প বয়সীদের আদলতের বিবেচনায় ক্রাউন কোর্ট-এর আরো ব্যাপক শাস্তিবিধান ক্ষমতার দরকার এই ক্ষেত্রে হতে পারে; অথবা
- একজন প্রাপ্তবয়স্কের (অর্থাৎ 18 বছর বা তার বেশী বয়সী) সঙ্গে একযোগে অভিযুক্ত - এইসব মামলার শুনানি হয় প্রাপ্তবয়স্কদের বিচারের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটদের আদালতে অথবা ক্রাউন কোর্ট-এ।

ছবিতে অল্প বয়সীদের আদলতের একটা আদর্শ নমুনা দেখানো হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটরা সাধারণতঃ আদালতের অন্য সকলের মতো একই এলাকায় বসেন।

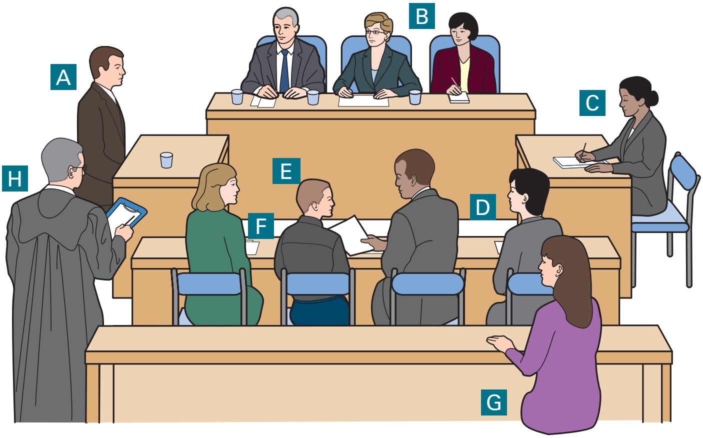

সংকেত :

- A সাক্ষী
- B ম্যাজিস্ট্রেটগণ
- C আদালতের ক্লার্ক বা কেরানি
- D বাদী এবং প্রতিবাদী পক্ষের আইনজীবিগণ
- E প্রতিবাদী
- F মা-বাবা
- G ইয়ুথ অফেন্ডিং টীম (Youth Offending Team)-এর কর্মী
- H আশার

04 আদালতকক্ষে উপস্থিত ব্যক্তিদের কে কোন্‌জন

- **প্রতিবাদী**
- **আইনজীবিগণ**
  - **সরকারী বাদীপক্ষ**
  - **প্রতিবাদী**পক্ষ
- **সাক্ষীগণ (আপনিসহ)**
- **ম্যাজিস্ট্রেটগণ, ডিস্ট্রিক্ট জাজ্‌ অথবা বিচারক**
- **জুরীবৃন্দ (কেবলমাত্র ক্রাউন কোর্ট-এ)**
- **আদালতের ক্লার্ক**
- **আদালতের আশার**
- **অন্যান্য লোকজন**

প্রতিবাদী

প্রতিবাদী (অথবা 'অভিযুক্ত') হলো সেই ব্যক্তি যার বিরুদ্ধে কোন অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে।

আইনজীবিগণ

একজন আইনজীবি (অথবা আইনজীবিদের দল) বাদীপক্ষের হয়ে সওয়াল-জবাব করবেন এবং আরেকজন সওয়াল-জবাব করবেন প্রতিবাদীর হয়ে। যদি একজনের বেশী প্রতিবাদী থাকে, প্রত্যেক প্রতিবাদীর জন্য আলাদা একজন আইনজীবি থাকতে পারেন।

সরকারের তরফে অধিকাংশ মামলা পরিচালনা করে ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস্‌ (CPS) 'ক্রাউন' বা 'রাণী'র নামে। এ'জন্যই মামলার বিবরণে আপনারা দেখবেন বা শুনবেন *R* বনাম *'প্রতিবাদীর নাম'* যেখানে 'R' অর্থ হলো 'Regina' অথবা 'রাণী'। পুলিশ যে'সব মামলার তদন্ত করেছে সেগুলি আদালতে রুজু করা হবে কি না তা স্থির করে CPS এবং, যদি তাই স্থির হয়, তাহলে প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে কি কি অভিযোগ আনা হবে।

উভয় পক্ষের আইনজীবিরা ম্যাজিস্ট্রেট বা জুরীদের সামনে দেখাতে চেষ্টা করেন পেশ করা সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ প্রকৃতপক্ষে যা ঘটেছে তাকেই সমর্থন করছে কি না।

সাক্ষীগণ (আপনিসহ)

সাধারণতঃ বাদীপক্ষের কয়েকজন সাক্ষী (যাদের বয়ান ব্যবহার করে' প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয় যে প্রতিবাদী দোষী) থাকে এবং প্রতিবাদী পক্ষেরও কয়েকজন সাক্ষী (প্রতিবাদীকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য) থাকে।

আপনাকে বাদী অথবা প্রতিবাদী কোন্‌ পক্ষের সাক্ষী হিসাবে ডাকা হবে তা নির্ভর করবে কোন্‌ পক্ষ মনে করছে যে আপনার সাক্ষ্য তাদেরই সবচেয়ে বেশী অনুকূলে যাবে তার উপরে।

ম্যাজিস্ট্রেটগণ, ডিস্ট্রিক্ট জাজ্‌ অথবা বিচারক

একজন ম্যাজিস্ট্রেট, ডিস্ট্রিক্ট জাজ্‌ অথবা বিচারক সাক্ষী হিসাবে আপনার দেওয়া বয়ান সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করতে পারেন। ক্রাউন কোর্ট-এর বিচারে, জুরীরা নিজেদের প্রশ্ন লিখে বিচারককে দিতে পারে। বিচারক তখন সাক্ষীকে প্রশ্ন করেন।

প্রতিবাদী যদি দোষী (অর্থাৎ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত) সাব্যস্ত হয়, ম্যাজিস্ট্রেট, ডিস্ট্রিক্ট জাজ্‌ অথবা বিচারক তখন তার শাস্তিবিধানের (অর্থাৎ প্রতিবাদীর কোন্‌ শাস্তি হবে, যেমন জরিমানা, কমিউনিটী সার্ভিস্‌ অথবা কারাদণ্ড) ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন।

জুরীবৃন্দ (কেবলমাত্র ক্রাউন কোর্ট-এ)

জুরী সংগঠিত হয় 12 জন লোককে নিয়ে যারা, যতদূর সম্ভব, 'জনসাধারণের প্রতিনিধি'। যেহেতু জুরীদের নির্বাচন করা হয় এলোমেলোভাবে, তাদের মধ্যে বিভিন্ন বয়সের, ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক পটভূমির এবং বিভিন্ন পেশার লোকজনের প্রতিনিধিত্বমূলক মিশ্রণের প্রতিফলন ঘটা স্বাভাবিক।

সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ, আপনার (এবং অন্যান্য সাক্ষীদের) বক্তব্যসহ, শোনার পর জুরীরা আলাদা একটা ঘরে গিয়ে তারা যা যা শুনেছে তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলে। তারা সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ আলোচনা করে। যদি তারা নিশ্চিত হয় যে প্রতিবাদী যে ঐ অপরাধ করেছে তারই প্রমাণ তারা শুনেছে, তারা প্রতিবাদীকে দোষী সাব্যস্ত করবে। জুরীরা যদি প্রতিবাদীর দোষ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হয়, তবে তাদের অবশ্যই তাকে নির্দোষ সাব্যস্ত করতে হবে।

জুরীদের একজন সদস্যকে 'ফোরম্যান' (foreman) নির্বাচন করা হয় এবং সে আদালতকে জানায় তাদের 12 জনের সবাই কি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটাকে বলা হয় 'রায়' (verdict)। আদালতে উপস্থিত সকলেই এই রায় শোনে।

অনেক সময়, 12 জন লোকের সবাই একমত হয়ে স্থির করতে পারে না প্রতিবাদী দোষী অথবা নির্দোষ, এমনকি তারা কয়েক দিন ধরে বা কয়েক সপ্তাহ ধরে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করার পরেও। এটা যদি ঘটে, বিচারক জুরীদের বলবেন যে তাদের মধ্যে কমপক্ষে 10 জন (অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ) যদি একমত হয় তাহলে ঐ সিদ্ধান্তকে রায় বলে মেনে নেওয়া হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় যদি না পাওয়া যায় তাহলে মামলা রুজুকারী বাদীপক্ষকে স্থির করতে হবে যে তারা পুনর্বিচারের আবেদন করতে চায় কি না, যার অর্থ হবে আলাদা জুরীবৃন্দের সামনে পুরো মামলার শুনানির ব্যবস্থা আবার করা। বাদীপক্ষ যদি পুনর্বিচারের আবেদন না জানায়, প্রতিবাদীকে নির্দোষ সাব্যস্ত করা হবে।

আদালতের ক্লার্ক

আদালতের ক্লার্ক-এর কাজ হলো যে'সব লোকের আদালতে উপস্থিত থাকা দরকার তারা সবাই যেন উপস্থিত হয়, এবং যা যা ঘটার কথা তা সবই যেন যথাসময়ে এবং সঠিক ক্রম অনুসারে ঘটে তা নিশ্চিত করা। অন্যান্য বিচারে যা যা ঘটেছে তার বিবরণ যদি বিচারক জানতে চান সেগুলিও তিনি সংগ্রহ করে' রাখবেন। ম্যাজিস্ট্রেটদের আদালতে ক্লার্ক, যাঁকে প্রায়ই বলা হয় আইনগত পরামর্শদাতা, বিভিন্ন আইনগত বিষয়ে ম্যাজিস্ট্রেটদের পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

আদালতের আশার

আদালতের ভিতরে আইনজীবিরা যখন বলেন যে তাঁরা সাক্ষী হিসাবে কাউকে ডকতে চান, তখন 'আশার' হলো সেই ব্যক্তি যে আদালতকক্ষের বাইরে গিয়ে তাদের ডেকে আনে।

অন্যান্য লোকজন

আদালতের ভিতরে আপনি অন্যান্য যে'সব লোককে দেখবেন তাদের মধ্যে থাকতে পারে পুলিশ অফিসাররা, প্রোবেশন অফিসাররা, উইট্‌নেস্‌ সার্ভিস্‌-এর সদস্যরা এবং সাংবাদিকরা। কোন কোন আদালতে জনসাধারণকে ভিতরে ঢুকে তাদের জন্য নির্দিষ্ট গ্যালারী থেকে সেখানে যা ঘটছে তা দেখতে দেওয়া হয়। মামলার সঙ্গে জড়িত লোকজনের বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজন এদের মধ্যে থাকতে পারে।

05 আপনি আদালতে যাওয়ার আগে কি ঘটবে?

আপনি যদি মামলা রুজুকারী বাদীপক্ষের সাক্ষী হন, স্বাভাবিকভাবে আপনি পুলিশের কাছ থেকে কিংবা একটা উইটনেস্ কেয়ার ইউনিট (Witness Care Unit)-এর কাছ থেকে একটা 'সাক্ষী সতর্কীকরণ' চিঠি পাবেন। এই চিঠি আপনাকে জানাবে কখন এবং কোথায় সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আপনাকে আদালতে যেতে হবে। আপনাকে সম্ভবতঃ মোটামুটি দুই সপ্তাহের বেশী আগে বিচারের তারিখের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে না। একজন আইনজীবি হয়তো আপনাকে বলতে পারবেন আপনার মামলার শুনানি চলতি সপ্তাহে অথবা পরের সপ্তাহে হবে কি না, তবে প্রায়ই আগের দিন বিকালবেলার আগে কেউই শুনানি শুরু হওয়ার সঠিক দিন জানতে পারে না।

আপনি যদি প্রতিবাদী পক্ষের সাক্ষী হন, প্রতিবাদীর আইনজীবি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে' জানাবেন কখন আপনাকে আদালতে যেতে হবে।

পুলিশ অথবা প্রতিবাদীর আইনজীবি আপনার বিবৃতি নেওয়ার সময়ে, তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে আদালতে যাওয়ার জন্য কখন আপনাকে পাওয়া যাবে। মামলয় জড়িত প্রত্যেকের পক্ষে সুবিধাজনক তারিখ স্থির করার যথাসাধ্য চেষ্টা আদালত করবে। তবে সাক্ষ্য দেওয়ায় বাধা সৃষ্টি করতে পারে এমন যে কোন পরিস্থিতির পুনর্বিন্যাস করার চেষ্টা সাক্ষীদেরও করতে হবে।

কাজ থেকে ছুটি নেওয়া

আপনাকে যদি কাজ থেকে ছুটি নিতে হয়, আপনার উচিত আপনাকে যে আদালতে যেতে হবে তার প্রমাণস্বরূপ আপনার সাক্ষী সতর্কীকরণ চিঠি আপনার নিয়োগকারীকে দেখানো। সাক্ষী হিসাবে আদালতে হাজিরা দেওয়ার জন্য আপনাকে যে ছুটি দেওয়া হবে সেই সময়ের জন্য আপনার নিয়োগকারী আপনাকে বেতন দিতে বাধ্য নয়। কিন্তু আপনি যদি বাস্তবে বেতন না পান, আপনি ঐ সময়ের আয় হারানোর জন্য সাক্ষীদের প্রাপ্য ভাতা দাবি করতে পারবেন (প্রাসঙ্গিক খরচ দাবি করার ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য 23 নং পৃষ্ঠা দেখুন)। আয় হারানোর ক্ষতিপূরণের পরিমাণ আপনার আয়ের প্রকৃত ক্ষতির চেয়ে কম হতে পারে।

ছুটিতে যাওয়া

মামলার তারিখ আপনার ছুটিতে যাওয়ার পরিকল্পনায় বাধা সৃষ্টি করলেও আশা করা হবে যে আপনি আদালতে হাজির হবেন। আপনি ছুটি কাটানোর ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করার চেষ্টা করতে পারেন। মনে রাখবেন যে এইসব ব্যবস্থা বাতিল করায় দেরী হলে আপনার আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। আপনি ছুটি কাটানোর ইনসিওর‍্যান্স বা বীমা করার সময়ে আপনাকে যদি বলা হয়ে থাকে যে বিচার বা শুনানি শেষ হওয়ার আগে আপনি ছুটিতে যাওয়ার পরিকল্পনা করে' থাকলে সমস্যা হতে পারে তাহলে ঐ বীমা থেকে আপনি হয়তো ক্ষতিপূরণ পাবেন না।

স্বাস্থ্যঘটিত সমস্যা

যেদিন আপনাকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডাকা হয়েছে সেদিন যদি আপনি অসুস্থতার দরুণ আদালতে যেতে সক্ষম না হন, আদালতের ক্লার্ক কিংবা যে আইনজীবি আপনাকে ডেকেছিলেন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

আপনার জিপি'র কাছ থেকে সংগ্রহ করা একটা সার্টিফিকেট যে ব্যক্তি আপনাকে আদালতে যাওয়ার জন্য ডেকেছে তার কাছে আপনাকে পাঠিয়ে দিতে হবে। ঐ সার্টিফিকেট যদি আপনি বিচারের দিনেই পান, আপনি আদালতে টেলিফোন করতে পারেন এবং তারপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঐ ফর্ম পাঠিয়ে দিতে কিংবা ফ্যাক্স করতে পারেন।

আপনার অসুস্থতা যদি কয়েক দিন বা তারও বেশী স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, মামলা রুজুকারী বাদীপক্ষের অথবা প্রতিবাদী পক্ষের আইনজীবির সঙ্গে যোগাযোগ করবেন এবং তাদের জিজ্ঞাসা করবেন আদালতে আপনার সাক্ষ্য দেওয়ার অন্য কি ব্যবস্থা তারা করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি আগে যে বয়ান দিয়েছেন সেটারই শুনানি আপনার সাক্ষ্যের বদলে করায় আদালত রাজি হতে পারে।

অন্যান্য সমস্যা

আপনার আদালতে হাজির হতে না পারার অন্য কোন কারণ যদি থাকে, আপনার উচিত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আদালতের সঙ্গে যোগাযোগ করা।

আপনাকে যা করতে হবে

যে ব্যক্তি আপনাকে আদালতে আসতে বলেছে তার উচিত কিভাবে আদালতে যেতে হবে এবং সেখানে কি ধরনের ব্যবস্থা আছে এইসব তথ্য আপনাকে জানিয়ে দেওয়া। ক্রাউন কোর্ট কেন্দ্রগুলিতে একজন কাস্টমার সার্ভিস্ অফিসারও থাকেন যাঁকে আপনি সেখানাকার ব্যবস্থাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। আদালতের টেলিফোন নম্বর আপনি টেলিফোন বইতে 'ক্রাউন কোর্ট' শিরোনামে পাবেন। এই তথ্য আপনি উইট্‌নেস্ সার্ভিস্-এর কাছ থেকেও পেতে পারবেন।

যে ব্যক্তি আপনাকে আদালতে আসতে বলেছে তার কাছ থেকে আপনার জেনে নেওয়া উচিত নিচের কোনোটা আপনার প্রতি প্রযোজ্য হবে কি না।

- আপনার কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা কিংবা অন্যান্য বিশেষ চাহিদা আছে যার অর্থ হলো যে আদালতে যাওয়ায় অথবা আদালত ভবনের মধ্যে চলাফেরা করায় আপনার সাহায্য দরকার হবে। সমস্ত আদালত ডিজ্এবিলিটী ডিস্‌ক্রিমিনেশন অ্যাক্ট 1995 (Disability Discrimination Act 1995) বা প্রতিবন্ধীদের বৈষম্য প্রদর্শন আইনের আওতায় পড়ে, এবং তাদের অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে।
- আপনি মনে করছেন আপনার একজন দোভাষীর দরকার হবে।
- আপনি বিচার শুরু হওয়ার আগে আদালত দেখতে চান। আপনি উইটনেস্ সার্ভিস্-এর কিংবা ক্রাউন কোর্ট-এর কাস্টমার সার্ভিস্ অফিসারের সঙ্গে কথা বলে এর ব্যবস্থা করতে পারবেন। অথবা, আপনি ক্রিমিন্যাল জাস্টিস্ সীস্টেম (Criminal Justice System) ওয়েবসাইট-এ (www.cjsonline.gov.uk) গিয়ে সাক্ষীদের অবগতির জন্য আদালতের বিভিন্ন অংশের একটা 'ভারচুয়াল' (virtual) ছবি দেখতে পারেন।

এ'ছাড়াও উইট্‌নেস্ সার্ভিস্-এর সঙ্গে আপনার যোগাযোগ করা উচিত যদি আপনি মনে করেন যে আপনার এগুলি দরকার হবে :

- ব্যক্তিগত সহায়তা;
- আপনার সঙ্গে আদালতকক্ষে যাওয়ার জন্য কোন লোক; অথবা
- আদালতে যা যা ঘটে সে'সম্পর্কে তথ্য।

ভীতি-প্রদর্শন

একজন সাক্ষীকে, জুরীকে অথবা কোন তদন্তে পুলিশকে সাহায্য করছে এমন কাউকে ভীতি-প্রদর্শন (হুমকি দেওয়া) শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আপনাকে যদি বিচারের আগে, বিচার চলাকালীন কিংবা তার পরে কোনভাবে হয়রানি করা অথবা ভয় দেখানো হয়, আপনার উচিত সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশকে অথবা ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস্ (CPS)-এর প্রতিনিধিকে অথবা আদালতে মামলা পরিচালনাকারী অন্য কর্তৃপক্ষকে জানানো। আপনি যদি প্রতিবাদী পক্ষের সাক্ষী হন, আপনার উচিত প্রতিবাদীর আইনজীবিকে কিংবা আদালতে তাদের প্রতিনিধিকে জানানো। আদালতে কাকে বলতে হবে সে'ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত না হলে, আদালতের আশারকে বলবেন।

যদি প্রতিবাদীর, অন্যান্য সাক্ষীদের, তাদের বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনের, অথবা শুনানি বা বিচারের সঙ্গে জড়িত অন্য যে কোন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার ব্যাপারে আপনি উদ্বিগ্ন বোধ করেন, উইট্‌নেস্ সার্ভিস্, পুলিশ, আদালতে কাজ করে এমন কোন ব্যক্তিকে অথবা যে

আইনজীবি আপনাকে সাক্ষী হিসাবে ডেকেছেন তাঁকে জানাবেন। শুনানির আগে এবং শুনানি চলাকালীন আপনার অপেক্ষা করার জন্য একটা আলাদা ঘর থাকা উচিত।

যে সাক্ষীরা অসহায় বোধ করছে অথবা যাদের ভীতি-প্রদর্শন করা হচ্ছে তাদের জন্য আদালতে বিশেষ ব্যবস্থাদি

কোন কোন লোকের কাছে আদলতে সাক্ষী দেওয়ার প্রক্রিয়া বিশেষ কঠিন বা ভয় পাইয়ে দেওয়ার মতো হতে পারে এবং তাদের হয়তো অতিরিক্ত সাহায্য দরকার হবে। এর বেশ কিছু কারণ থাকতে পারে, যেমন তাদের বয়স, আদালতের প্রক্রিয়া তাদের শংকিত বা বিচলিত করতে পারে, অথব তারা এমন কিছু দেখে থাকতে পারে যা তাদের বাস্তবিকপক্ষেই ঘাবড়ে বা ভয় পাইয়ে দিয়েছে। এইসব লোকজন (যাদের 'অসহায় অথবা আতঙ্কিত সাক্ষী' হিসাবে বর্ণনা করা হয়) যাতে যথাসম্ভব নিশ্চিন্তভাবে তাদের সাক্ষ্য দিতে পারে সে'জন্য নানা ধরনের বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

আপনি কি বিশেষ ব্যবস্থাদির সুযোগ পাওয়ার যোগ্য?

আপনি একজন 'অসহায় সাক্ষী' হিসাবে বিশেষ ব্যবস্থাদির সুযোগ পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন, যদি :

- াদালতের শুনানির সময়ে আপনার বয়স 17 বছরের কম হয়; অথবা
- আদালত মনে করে যে সাক্ষ্য দেওয়ায় আপনার অতিরিক্ত সাহায্য দরকার হতে পারে যেহেতু আপনি :
  - কোন ধরনের মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত;
  - আপনার বোধশক্তি সীমিত; অথবা
  - আপনার কোন শারীরিক প্রতিবন্ধকতা আছে অথবা আপনি কোন শারীরিক বিশৃঙ্খলায় আক্রান্ত।

আপনি ভয় পেয়ে গেছেন কিংবা বিচার প্রক্রিয়ায় সাক্ষ্য দেওয়ার ব্যাপারে বিচলিত বোধ করছেন এই কারণে যদি আপনার সাক্ষ্য দেওয়ার ক্ষমতা বিরূপভাবে প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে একজন 'আতঙ্কিত সাক্ষী' হিসাবে আপনি বিশেষ ব্যবস্থাদির সুযোগ পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

আপনি বিশেষ ব্যবস্থাদির সুযোগ পাওয়ার যোগ্য কি না তা আদালত স্থির করবে। তারা পুলিশ, ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস্ অথবা প্রতিবাদীর আইনজীবির কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করবে, এবং বিশেষ ব্যবস্থাদির জন্য আবেদন করার ব্যাপারে আপনার মতামত বিবেচনা করবে।

বিশেষ ব্যবস্থাগুলি কি কি?

- সাক্ষীর কাঠগড়া একটা স্ক্রীন বা পর্দা দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয় যাতে সাক্ষী প্রতিবাদীকে দেখতে না পায়।
- যে আদালতকক্ষে মামলা চলছে তার থেকে কিছু দূরে একটা ঘরে সাক্ষী বসে এবং একটা সরাসরি টিভি লিংক-এর মাধ্যমে তার সাক্ষ্য দেয়। সাক্ষী বিচারককে, ম্যাজিস্ট্রেটদের বা ডিস্ট্রিক্ট জাজ্-কে এবং আইনজীবিদের দেখতে পায়, এবং আদলতকক্ষে উপস্থিত লোকজনও সাক্ষীকে দেখতে পায়।
- জনসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট গ্যালারী কেবলমাত্র একজন সাংবাদিক ছাড়া খালি করে' দেওয়া হয়।
- বিচারক এবং আইনজীবিরা যে আনুষ্ঠানিক কালো রঙের পোষাক (গাউন) এবং পরচুলা ক্রাউন কোর্ট-এ সাধারণতঃ পরেন, সেগুলি পরেন না।
- বিচারের আগে, একজন আইনগত প্রতিনিধির করা কিছু প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষীর বয়ানের ভিডিও রেকর্ড করা হয়। সাক্ষীর 'এভিডেন্স-ইন-চীফ' (evidence-in-chief) বা তাকে জেরা করার আগে তার প্রধান মৌখিক সাক্ষ্য এই ভিডিও হিসাবে দেখানো হয়।
- 17 বছরের কম বয়সী শিশু সাক্ষীদের অথবা যে'সব প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষী তাদের শারীরিক, মানসিক বা শিক্ষাগত প্রতিবন্ধকতা বা বিশৃঙ্খলার দরুণ অসহায়, তাদের বয়ান দেওয়ায় সাহায্যকারী কোন সরঞ্জাম (যেমন একটা বর্ণমালা লেখা বোর্ড) ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয় যাতে আদলতে সাক্ষ্য দেওয়ায় তাদের সাহায্য হয়।
- 17 বছরের কম বয়সী শিশু সাক্ষীদের, অথবা যে'সব প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষী তাদের শারীরিক, মানসিক বা শিক্ষাগত প্রতিবন্ধকতা বা বিশৃঙ্খলার দরুণ অসহায়, তাদের সাহায্য করার জন্য একজন অনুমোদিত, নিরপেক্ষ মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে তাদের বক্তব্য আইনগত প্রতিনিধিদের এবং আদালতের কাছে প্রকাশ করার অনুমতি আদালত দেয়।

এখন কি কোন বিশেষ ব্যবস্থার সুযোগ পাওয়া যেতে পারে?

ক্রাউন কোর্ট-এ

উপরোক্ত সমস্ত বিশেষ ব্যবস্থা, কেবল মধ্যস্থতাকারীদের ব্যবহার ছাড়া, এখন কার্যকর রয়েছে। মধ্যস্থতাকারীদের ব্যবহার চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হওয়ার আগে কিছু দিন ধরে এটার কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হচ্ছে। এ'ছাড়া, ভিডিও রেকর্ড করা 'এভিডেন্স-ইন-চীফ' পদ্ধতি বর্তমানে কেবল অসহায় সাক্ষীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

ম্যাজিস্ট্রেটদের এবং অল্প বয়সীদের আদালতে

বর্তমানে যে'সব বিশেষ ব্যবস্থা পাওয়া যাচ্ছে সেগুলি হলো স্ক্রীন বা পর্দা, জনসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট গ্যালারী খালি করে' দেওয়া, বক্তব্য পেশ করার সরঞ্জাম এবং যৌন অপরাধ, সহিংসতা (ভয় দেখানোসহ) ও নিষ্ঠুরতার মামলায় 17 বছরের কম বয়সী শিশু সাক্ষীদের জন্য টিভি লিংক ও ভিডিও রেকর্ড করা 'এভিডেন্স-ইন-চীফ'।

শিশু সাক্ষীদের জন্য আর কোন বিশেষ ব্যবস্থা আছে কি না?

অনেক ক্রাউন কোর্ট কেন্দ্রে শিশু সাক্ষীদের জন্য বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা আছে। সমস্ত ক্রাউন কোর্ট কেন্দ্রেই একজন চাইল্ড উইট্‌নেস্ অফিসার থাকেন যিনি :

- আদালতের বিভিন্ন সুবিধা এবং আদলতের কাজকর্মের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবেন;
- সরাসরি টিভি লিংক ব্যবস্থা কিভাবে কাজ করে তা বুঝিয়ে বলবেন; এবং
- একটি শিশুকে এবং তার সঙ্গীকে একটা আলাদা অপেক্ষার ঘরে নিয়ে যাবেন।

আপনি যদি একজন শিশু সাক্ষীর মা-বাবা অথবা অভিভাবক হন, আপনি আরো বিস্তারিত তথ্যের জন্য চাইল্ড উইট্‌নেস্ অফিসারের কিংবা উইট্‌নেস্ সার্ভিস্-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

06 আদালতে যাওয়া

বিভিন্ন খরচ

আদালতে যাতায়াতের জন্য আপনি কয়েক ধরনের খরচ, এবং খাবার ও বেতন হারানো অথবা অন্যান্য আর্থিক ক্ষতির জন্য, যেমন শিশুপরিচর্যা খাতে, ভাতা দাবি করতে পারেন। যে পরিমাণ আপনি দাবি করতে পারবেন তা নির্ভর করবে আদালতে যাওয়ার জন্য কতটা সময় আপনাকে বাড়ির বা কাজের জায়গার বাইরে থাকতে হয়েছে তার উপরে। যখন আদালত আপনাকে বলবে যে আপনাকে অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে কেবল সেই সময় পর্যন্তই আপনি খরচের দাবি জনাতে পারবেন।

আপনি যদি মামলা রুজুকারী বাদীপক্ষের সাক্ষী হন, আদালতে যাওয়ার পর CPS প্রতিনিধির অথবা আদালতের কোন কর্মীর কাছ থেকে একটা দাবির ফর্ম চেয়ে নেবেন। সম্ভব হলে, আপনার সঠিকভাবে পূরণ করা দাবির ফর্ম CPS পাওয়ার 5 থেকে 10 দিন পরে আপনার প্রাপ্য খরচ আপনাকে মিটিয়ে দেওয়া হবে।

আপনি যদি প্রতিবাদীপক্ষের সাক্ষী হন, আদালতের একজন কর্মীর কাছ থেকে দাবির ফর্ম চেয়ে নেবেন।

ফর্ম পূরণ করায় যদি আপনার সাহায্যের দরকার হয়, উইট্‌নেস্ সার্ভিস্-কে কিংবা আদালতের কোন কর্মীকে বলবেন।

কোন কোন ক্ষেত্রে, যে’সব লোকের আদলতে যাতায়াত করার মতো আর্থিক সামর্থ্য নেই তাদের আগাম খরচ দেওয়া হতে পারে। আপনার যদি যাতায়াতের জন্য আগাম খরচ নেওয়ার দরকার হয় তাহলে যে ব্যক্তি আপনাকে আদালতে আসতে বলেছে তার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

যাতায়াত

মাঝেমধ্যে লোকজনের এই দুশ্চিন্তা হতে পারে যে তারা ঠিক সময়ে আদালতে পৌঁছাতে পারবে কি না, গাড়ি পার্ক করার জায়গা খুঁজে পাবে কি না অথবা জনপরিবহণ চলাচলের পথ কোথায়। এই সব কিছুই তাদের সাক্ষ্য দেওয়ার সময় হওয়ার সাথে সাথে তাদের স্বচ্ছন্দ ও আস্থাবান অনুভব করায় বাধা দিতে পারে।

যে ব্যক্তি আপনাকে সাক্ষী হিসাবে ডাকছে তাদের উচিত আপনার সাক্ষ্যদানের প্রত্যাশিত তারিখ তারা যখন আপনাকে জানাবে তখনই প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক বিবরণ আপনাকে জানিয়ে দেওয়া।

অন্যান্য যে'সব বিবরণ আপনার দরকার হতে পারে, যেমন গাড়ি পার্ক করার ব্যবস্থা ও তার খরচ, অথবা আদালতে খাবার বা পানীয় পাওয়া যাবে কি না, সেগুলিও জিজ্ঞাসা করে' নেবেন। গাড়ি পার্ক করার এবং খাবার কেনার মতো খরচের জন্য আপনার কিছু টাকা (খুচরা পয়সাসহ) সঙ্গে আনার দরকার হতে পারে।

বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন

যে ব্যক্তি আপনাকে আদালতে আসতে বলেছে তার কাছ থেকে জেনে নেবেন কোন বন্ধু বা আত্মীয় আপনার সঙ্গে আদালতে আসতে পারবে কি না। অধিকাংশ আদালতেই, আপনার অনুমতি নেওয়ার দরকার হবে না। তবে, আপনি যদি ওল্ড বেইলী-তে (যেটা হলো লন্ডন-এর সেন্ট্রাল ক্রিমিন্যাল কোর্ট বা কেন্দ্রীয় ফৌজদারি আদালত) কোন মামলায় সাক্ষী হন, তাহলে নিরাপত্তার কারণে আপনাকে আদালতকে আগাম জানিয়ে রাখতে হবে।

আপনাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য কোন বন্ধু বা আত্মীয় যদি আপনার সঙ্গে আদালতে আসে, তারা যাতায়াতের খরচ বাবদ কিংবা আপনারা সেখানে থাকার সময়ে তাদের জন্য খাবার বা পানীয় কেনার খরচ আদালতের কাছে দাবি করতে পারবে না। তবে আপনাকে সাহায্য করার জন্য যদি কাউকে আপনার সঙ্গে নিয়ে আসার দরকার হয়, উদাহরণস্বরূপ, যখন আপনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন তখন আপনার বাচ্চার দেখাশোনার জন্য, অথবা আপনার চলাফেরা করায় সমস্যা থাকলে আপনাকে সাহায্য করার জন্য, তারা হয়তো যাতায়াতের খরচের মতো কিছু দাবি করতে পারবে।

07 আপনি আদালতে থাকার সময়ে কি হবে?

কখনো কখনো, লোকজনের এই দুশ্চিন্তা হতে পারে যে তারা আদালত ভবন খুঁজে পাবে কি না, অথবা ঐ ভবনের ভিতরে কোথায় যেতে হবে তা বুঝতে পারবে কি না, অথবা হয়তো ভুল লোকের সঙ্গে কথা বলবে। এর ফলে সাক্ষ্য দেওয়ার সময়ে আস্থাবান অনুভব করা কিংবা শান্ত থাকা তাদের জন্য কঠিন হতে পারে।

আদালতে উপস্থিত হওয়া একটা ভীতিজনক বা মানসিক চাপ সৃষ্টিকারী অভিজ্ঞতা হওয়া উচিত নয়। আপনি যদি মনে করেন তেমন হতে পারে, সাহায্য ও সহায়তা হাতের কাছেই পাবেন।

যখন আপনি উপস্থিত হবেন

আদালত ভবনের ভিতরে বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া সাইন আপনি দেখতে পাবেন। সমস্ত মামলার বিবরণ প্রতিবাদীর নামের নিচে তালিকায় দেওয়া থাকে। রিসেপ্‌শনিস্ট বা আশারকে প্রতিবাদীর নাম দেবেন এবং আপনাকে আদালতে আসার নির্দেশ দিয়ে যে চিঠি পেয়েছেন সেটা তাদের দেখাবেন।

রিসেপ্‌শনিস্ট আপনাকে বলে দেবে কোথায় অপেক্ষা করতে হবে। শুনানির আগে এবং শুনানি চলাকালীন অপেক্ষা করার জন্য একটা আলাদা ঘর থাকা উচিত। আপনার সঙ্গে যদি ইতিমধ্যেই উইট্‌নেস্‌ সার্ভিস্‌-এর যোগাযোগ না হয়ে থাকে, আপনি আদালতে যাওয়ার পর তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। যদি কাস্টমার সার্ভিস্‌ অফিসারের সঙ্গে কথা বলতে চান, রিসেপ্‌শন-এ জিজ্ঞাসা করবেন।

আপনি যদি মামলা রুজুকারী বাদীপক্ষের সাক্ষী হন, ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস্‌ (CPS)-এর একজন প্রতিনিধি সাধারণতঃ আপনার কাছে এসে তার পরিচয় দেবে।

আপনি যদি কোন বিবৃতি দিয়ে থাকেন এবং সাক্ষ্য দেওয়ার আগে সেটা দেখতে চান, তার অনুমতি আপনাকে দেওয়া হবে। আপনি বাদীপক্ষের সাক্ষী হয়ে থাকলে, CPS-এর কাছে কপি চেয়ে নেবেন। আপনি প্রতিবাদী পক্ষের সাক্ষী হয়ে থাকলে তাদের আইনজীবির কাছে কপি চাইবেন। সাক্ষ্য দেওয়ার সময়ে আপনার বিবৃতি সঙ্গে থাকলে যদি সাহায্য হবে বলে মনে করেন, আইনজীবিদের কাছ থেকে জেনে নেবেন আপনার ক্ষেত্রে এটা সম্ভব কি না।

আপনার মামলা শুরু হওয়ার আগে আশার, কাস্টমার সার্ভিস্ অফিসার অথবা উইট্‌নেস্ সার্ভিস্ আপনাকে আদালতকক্ষ দেখতে দেবেন, যদি আপনি তা চান। আপনি সকালবেলা প্রথমেই অথবা দুপুরের খাওয়ার বিরতির সময়ে এটা করতে পারেন।

আপনি সাক্ষ্য দেওয়ার আগে

আদালত নিশ্চিত করার চেষ্টা করবে যে সাক্ষ্য দেওয়ার আগে আপনাকে যেন দুই ঘন্টার বেশী অপেক্ষা করতে না হয়।

আপনি সাক্ষীর কাঠগড়ায় যাওয়ার আগে আপনার সাক্ষ্য নিয়ে অন্য কোন লোকজনের সঙ্গে কথা বলবেন না। তা করলে আদালতের এই সন্দেহ হতে পারে যে কি বলতে হবে তার ব্যাপারে আপনি কোন রকম সমঝোতা করছেন কি না। আপনি মামলার সঙ্গে জড়িত পুলিশ অফিসারদের অথবা আইনজীবিদের (বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষেরই) কথা বলতে পারেন, যদিও আপনার সাক্ষ্য নিয়ে আপনি তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারবেন না।

আপনার মামলা শুরু হওয়ার আগে যদি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়, আপনি আদালতকক্ষে জনসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট গ্যালারীতে বসে অন্যান্য মামলা শুনতে পারেন। যদি তা করতে চান তাহলে আশারকে বলে যাবেন আপনি কোথায় যাচ্ছেন। আপনার মামলা শুরু হওয়ার পর আপনাকে আদালতকক্ষ থেকে চলে আসতে এবং আপনার সাক্ষ্য দেওয়ার পালা না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। অন্যান্য সাক্ষীরা যা বলছে তা আপনি অবশ্যই শুনতে পারবেন না।

যখন আপনার সাক্ষ্য দেওয়ার পালা আসবে

সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য যখন আপনার নাম ডাকা হবে, একজন আশার আপনাকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় নিয়ে যাবে। একটা ক্রাউন কোর্ট-এ এই জায়গাটা হবে জুরীদের মুখোমুখী।

আপনি উঠে দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দেবেন বলে আশা করা হবে, এবং যদি আপনার মনে হয় যে আপনার বসা দরকার একজন আশারকে সে'কথা বলবেন। তারা বিচারক বা ম্যাজিস্ট্রেটকে জিজ্ঞাসা করবে আপনাকে বসার অনুমতি দেওয়া যাবে কি না।

তার পর আপনাকে শপথ নিতে বলা হবে। এর অর্থ হলো যে আপনার ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ স্পর্শ করে' আপনাকে সত্য বলার প্রতিজ্ঞা করতে হবে। আপনি চাইলে, আপনি 'সত্য ও সম্পূর্ণ সত্য বলবেন এবং সত্য ব্যতীত আর কিছু বলবেন না' এমন হলফ করতে (প্রতিশ্রুতি দিতে) পারেন। আপনি আদালতকক্ষে যাওয়ার আগে আশার আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে আপনি এইভাবে হলফ করতে অথবা ধর্মগ্রন্থ স্পর্শ করে' শপথ নিতে চান কি না।

সাক্ষ্য দেওয়ার আগে আপনি অন্য কোন রকম আচার বা অনুষ্ঠান পালন করতে চান কি না সেটাও আশার-এর আপনাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত।

আপনার সাক্ষ্য দেওয়া

আদালতে সাক্ষ্য দেওয়া সাধারণতঃ আপনার প্রথম সাক্ষীর বিবৃতি দেওয়ার মতো ঠিক একই ধরনের প্রক্রিয়া নয়। তার বদলে আইনজীবিরা আপনাকে প্রশ্ন করবেন - এবং তাঁরা একই প্রশ্ন বার বার নানা ভঙ্গীতে জিজ্ঞাসা করছেন বলে মনে হতে পারে। নিচের বিষয়গুলি মনে রাখবেন :

- অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, প্রতিবাদী ঘোষণা করবে যে সে দোষী নয়। সে প্রকৃতপক্ষে দোষী অথবা নির্দোষ কি না, তা স্থির করায় আপনার সাক্ষ্য আদালতকে সাহায্য করবে।
- আপনাকে যে'সব প্রশ্ন করা হবে তাদের কোনোটার উত্তর যদি আপনার না জানা থাকে অথবা তার ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত না হন, তাই বলবেন। আপনি ম্যাজিস্ট্রেটদের, ডিস্ট্রিক্ট জাজ্-এর অথবা বিচারকের কাছে পরামর্শ চাইতে পারেন।
- সাক্ষ্য দেওয়ার সময়ে যদি আপনাকে বলা হয় যে কয়েকটা বিষয়ে আপনি কিছু বলতে পারবেন না তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না। এর কারণ হলো যে আদালতে যে'সব ধরনের সাক্ষ্যের শুনানি হতে পারে তাদের ব্যাপারে কিছু নিয়মকানুন আছে।
- আপনার যতটা দরকার ততটা সময় নিয়ে ধীরেসুস্থে এবং স্পষ্টভাবে সব কথা বলবেন।
- কোন প্রশ্ন আপনি বুঝতে বা শুনতে না পারলে সেটা আবার করতে বলবেন।
- ম্যাজিস্ট্রেটরা, ডিস্ট্রিক্ট জাজ্ অথবা বিচারক আপনার মামলা সম্পর্কে সব কিছু জানবেন না, সুতরাং আপনার সাক্ষ্য থেকে কিছু যাতে কিছু বাদ না পড়ে সে'ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন।
- কখনো কখনো প্রতিবাদী তার দোষ স্বীকার করা সত্ত্বেও সাক্ষীদের সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডাকা হয়। এটা তখনই করা হয় যখন ঐ অপরাধের খুঁটিনাটির ব্যাপারে কোন রকম ভিন্নমত থাকে।

আপনাকে যদি মামলা রুজুকারী বাদীপক্ষের সাক্ষী হিসাবে ডাকা হয়, ঐ পক্ষের আইনজীবি আপনাকে প্রশ্ন করবেন। তারপর প্রতিবাদীপক্ষের আইনজীবিও আপনাকে প্রশ্ন (ফিরতি জেরা) করবেন। আপনি প্রতিবাদী পক্ষের সাক্ষী হয়ে থাকলে প্রথমে সেই পক্ষের আইনজীবি, তারপর বাদীপক্ষের আইনজীবি আপনাকে প্রশ্ন করবেন। একজন আইনজীবির প্রশ্ন করা শেষ হওয়ার পর আপনি কাঠগড়াতেই থাকবেন। বিচারক (অথবা ম্যাজিস্ট্রেট) অন্য আইনজীবিকে বলবেন আপনাকে প্রশ্ন করতে। অন্য পক্ষের আইনজীবির ফিরতি জেরায় অনেক লোক অবাক বা উদ্বিগ্ন বোধ করে। এই প্রসঙ্গে নিচের বিষয়গুলি মনে রাখা জরুরী :

- এই সব প্রশ্ন বা জেরা ব্যক্তিগত নয় - আইনজীবির কাজ হলো নিশ্চিত করা যে আপনি কোন রকম ভুল করেননি।
- আপনার বিচার হচ্ছে না। আইনজীবিরা লোকজনকে এমন ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছেন না যে আপনি বুদ্ধিহীন, অথবা আপনাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করার চেষ্টাও করছেন না। প্রশ্নের ভঙ্গী যদি অতিরিক্ত আক্রমণাত্মক হয়ে দাঁড়ায়, যে আইনজীবি আপনাকে সাক্ষী হিসাবে ডেকেছেন তাঁর এই ধরনের প্রশ্ন বন্ধ করার জন্য বিচারক বা ম্যাজিস্ট্রেটদের অনুরোধ করার অধিকার আছে। বিচারক বা ম্যাজিস্ট্রেটরা নিজেরাও কোন আইনজীবিকে প্রশ্ন করা বন্ধ করতে বলতে পারেন।
- আমাদের আইনের ভিত্তি হলো এই ধারণা যে প্রতিবাদী দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সে নির্দোষ। একজন সাক্ষীর দেওয়া সাক্ষ্যের দ্বারা কোন কিছু প্রকৃতই প্রমাণিত হওয়া এই প্রক্রিয়ার একটা মূল উপাদান।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে, প্রতিবাদীর একজন আইনজীবি থাকবে এবং তারা আপনাকে প্রশ্ন করবে। তবে, আইনসম্মত প্রতিনিধিত্ব প্রত্যাখ্যান করার এবং নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য নিজেই আদালতে যুক্তি পেশ করার অধিকার প্রতিবাদীর আছে, এবং তার অর্থ হতে পারে যে তারাই আপনাকে প্রশ্ন করবে। এমন ঘটনা খুবই বিরল এবং সাধারণতঃ অত্যন্ত লঘু মামলার ক্ষেত্রেই এমনটা হয়ে থাকে।

একজন প্রতিবাদী যৌন অপরাধের (অথবা যাদের সঙ্গে একটি শিশু জড়িত আছে এমন কয়েক ধরনের অপরাধের) মামলায় অপরাধের ভুক্তভোগীকে, কোন শিশুকে অথবা একজন ‘সুরক্ষিত’ সাক্ষীকে (এমন কেউ যে প্রকৃত অপরাধের প্রত্যক্ষদর্শী) জেরা করতে পারে না। এইসব ক্ষেত্রে একজন আইনজীবিকেই তার তরফে প্রশ্ন করতে হবে।

আপনি সাক্ষ্য দেওয়ার পর কি হবে?

উভয় পক্ষের আইনজীবি বিচারককে বা ম্যাজিস্ট্রেটদের বলবেন যে তাঁদের আপনাকে আর কোন প্রশ্ন করার নেই। বিচারক বা ম্যাজিস্ট্রেটরা তখন আপনার সাক্ষ্যের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাবেন এবং অব্যাহতি দেবেন। এর অর্থ হলো যে আপনি আদালত ছেড়ে যেতে পারেন। আপনি বাড়ি চলে যেতে পারেন, অথবা আদালতে থেকে মামলার অবশিষ্ট অংশ শুনতে পারেন। তবে আপনি যদি কোন অল্প বয়সীদের আদালতে একটা মামলায় বা শুনানিতে সাক্ষী হয়ে থাকেন, আপনার সাক্ষ্য দেওয়া শেষ হওয়ার পর আপনাকে সম্ভবতঃ থেকে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।

অধিকাংশ লোককে কোন মামলায় বা শুনানিতে কেবল একবারই সাক্ষ্য দিতে বলা হয়। তবে, যদি এমন কোন নতুন সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করা হয় যাদের দরুণ সাক্ষীদের অন্য ধরনের কিছু প্রশ্ন করার দরকার হয়ে পড়ছে, আপনাকে আবারও ডাকা হতে পারে।

08 বিচারের পরে

কোন বিচারে আপনার সাক্ষ্যদান শেষ হওয়ার পর, কি ঘটছে তা জানায় আপনি আগ্রহী হতে পারেন। আপনি হয়তো ইতিধ্যেই জানেন আপনার মতে প্রতিবাদী দোষী অথবা নির্দোষ কি না - কিন্তু আদালতের সিদ্ধান্ত সব সময়েই তা নাও হতে পারে।

বিচারে যা ঘটেছে তা কিভাবে জানা যাবে

কোন উইট্নেস্ কেয়ার ইউনিট যদি আপনাকে আদালতে উপস্থিত হতে বলে থাকে, তাদের উচিত বিচারের ফলাফল আপনাকে জানানো। অন্যথায়, মামলার ফলাফল জানার জন্য আপনি আদালতের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে অথবা যে ব্যক্তি আপনাকে আদালতে আসতে বলেছিল তার সঙ্গে কথা বলতে পারেন।

বিচারের পরে আবারও কি আপনাকে সাক্ষী হতে বলা হতে পারে?

সাধারণতঃ একই অপরাধ বা ঘটনার ক্ষেত্রে আপনাকে একাধিকবার সাক্ষ্য দিতে হবে না, তবে নিচের পরিস্থিতিগুলিতে তার দরকার হতে পারে।

- কোন ম্যাজিস্ট্রেটদের আদালত যদি প্রতিবাদীকে দোষী সাব্যস্ত করে' থাকে এবং তার আইনজীবিরা আদালতের ঐ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল করতে চায়, আপনাকে আবার সাক্ষ্য দিতে বলা হতে পারে। এই আপীলের শুনানি হবে ক্রাউন কোর্ট-এ একজন বিচারকের সামনে, তবে জুরীদের বদলে দু'জন ম্যাজিস্ট্রেটকে নিয়ে।
- ক্রাউন কোর্ট-এ জুরীদের দ্বারা দোষী সাব্যস্ত প্রতিবাদীদের একটা আপীল আদালতে (Court of Appeal) আপীল করার অধিকার থাকে। তবে, সাক্ষীদের দেওয়া সাক্ষ্য আপীল আদালতের আবারও শুনতে চাওয়া অস্বাভাবিক ঘটনা।
- ক্রাউন কোর্ট-এর কোন মামলার জুরীরা যদি সর্বসম্মতিক্রমে কোন রায় দিতে না পারে তাহলে পুনর্বিচার হতে পারে এবং আলাদাভাবে নির্বাচিত অন্য জুরীদের সামনে আপনাকে আবার সাক্ষ্য দিতে বলা হতে পারে। এই ধরনের ঘটনা সচরাচর ঘটে না।
- প্রথম বিচারের সময়ে যদি কোন সমস্যা দেখা দেয় এবং বিচারক বা ম্যাজিস্ট্রেটদের বিচার বন্ধ করে' দিতে হয়, তাহলে পুনর্বিচারের দরকার হতে পারে। এমনটা ঘটার কারণ, পুনির্বচারের তারিখ এবং আপনাকে হাজির থাকতে হবে কি না এই সবই আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হবে।

কিছু লিখে রাখতে চাইলে

কিছু লিখে রাখতে চাইলে

Department for Constitutional Affairs
Justice, rights and democracy

Criminal Justice System: working together for the public

Bengali
Published by the Office for Criminal Justice Reform. Reprinted April 2006.
Order Reference: WIC/B Ref: COI 273636